আজকের কাগজ

১২৫

তারিখ ··· 30 DEC 1995 ···
পৃষ্ঠা ··· ৪ ··· কলাম ··· ২ ···

বেসরকারি কলেজ পরিচালনা পরিষদের প্রতি

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যেখানে মাত্র ৮% ছাত্র-ছাত্রী যারা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে সেখানে বুঝতে অসুবিধা নেই যে শিক্ষার কতোটা সংকট যাচ্ছে। শিক্ষা উপকরণের লাগামহীন দাম তথা প্রতিষ্ঠানের অভাব এজন্য সবচেয়ে দায়ী। তাই খুব কম সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী অনার্সসহ মাস্টার্স পাস করার সুযোগ পাচ্ছে। তার মধ্যে আবার এদের শতকরা ৯৬ জন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে মেয়ে। বাবা-মায়ের দীর্ঘ শ্রম ও মেধা নষ্ট করা পয়সায় সবার পড়ালেখা চলে। আবার অনেকেই টিউশনি বা খন্ডকালীন চাকরি করেও পড়ালেখা চালায়। এমনই অবস্থায় একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে M. A পাস করতে হয়। এদের মধ্যে যারা শিক্ষকতার মহান পেশা বেঁছে নিতে আগ্রহী হয় তারা পড়ে বেশ বিপদে। এমনিতে নিজের খাওয়া থাকার সংকট তাতে আবার কলেজে প্রভাষক পদে আবেদন করতে প্রয়োজন হয় ন্যূনতম ১০০/ টাকা এবং একটু প্রতিষ্ঠিত কলেজ হলে ২০০/= টাকার ব্যাংক ড্রাফট। অথচ এই টাকাগুলো একজন [illegible]র M. A. পাস ছাত্রের পক্ষে জোগাড় করা যে কতো কঠিন তা বলার নয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ এই সামান্য টাকা নিয়ে যে খুব বেশি উপকৃত হন তা নয়। অথচ এই টাকাগুলো জোগাড় করার জন্যে হয়তো কাউকে বিকেলের নাস্তা বন্ধ করতে হয়, রিকশায় উঠা বন্ধ করতে হয় এমনই অনেক শারীরিক কষ্ট করতে হয়। তাই কর্তৃপক্ষের কাছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে বিশেষ অনুরোধ আর যেনো কোনো কলেজে ব্যাংক ড্রাফট না চাওয়া হয়।

জিহাদুল ইসলাম
১/২৭, (ক) পূর্ব বাসাবো
ঢাকা-১২১৪